অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন

অন্যান্য দেবতাদের ভক্তরা জড়-ঐশ্বর্য লাভ করলেও বিষ্ণু-ভক্তরা কিভাবে মোক্ষ লাভ করে থাকেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

জগৎপালক শ্রীবিষ্ণু সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী, অথচ দেবাদিদেব শিব দারিদ্র্যের মাঝে বাস করেন, অথচ বিষ্ণু-ভক্তগণ সাধারণত দারিদ্র্য ক্লিষ্ট হয়ে থাকেন, আর শিবভক্তগণ প্রচুর সম্পদ লাভ করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে এই হতবুদ্ধিকর বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন, তখন মুনি তাঁকে এইভাবে উত্তর প্রদান করেন—"প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে দেবাদিদেব শিব ত্রিবিধ অহঙ্কার রূপে প্রকাশিত। এই অহঙ্কার থেকে পঞ্চভূত ও জড়া প্রকৃতির অন্যান্য বিকারগুলি উৎপন্ন হয়ে মোট ষোলটি বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। যখন দেবাদিদেব শিবের ভক্ত এই সমস্ত যে কোন পদার্থের মধ্যে তাঁর অভিপ্রকাশের অর্চনা করেন, তখন সেই ভক্ত তদনুরূপ উপভোগ্য সকল প্রকারের ঐশ্বর্য লাভ করেন। কিন্তু যেহেতু ভগবান শ্রীহরি জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর অতীত, তাই তাঁর ভক্তবৃন্দও অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।"

অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষে রাজা যুধিষ্ঠির এই একই প্রশ্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর প্রদান করেছিলেন, "আমি যখন কারও প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ অনুভব করি, তখন আমি ধীরে ধীরে তার ধন হরণ করি। তখন দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষটির পুত্র, পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলেই তাকে ত্যাগ করে। সে যখন পুনরায় তার পরিবারের সঙ্গ ফিরে পাবার জন্য অর্থ অর্জনের চেষ্টা করে, আমি কৃপা করে তাকে হতাশ করি যাতে সে জড়জাগতিক কাজ কর্মে বিরক্ত হয়ে উঠে আমার ভক্তগণের বন্ধু হয়। সেই সময় তার প্রতি আমি আমার অসাধারণ কৃপা প্রকাশ করে থাকি, যার ফলে তখন সে জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আলয়, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব প্রত্যেকেই অনুগ্রহ প্রদান করতে কিম্বা তা ফিরিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু শ্রীব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিব যেমন সত্বর তুষ্ট অথবা ক্রুদ্ধ হন, শ্রীবিষ্ণু তেমন নন। এই বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রাদিতে এই আখ্যানটি বর্ণনা করা হয়েছে—

"একদিন বৃকাসুর নারদকে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন্ ভগবান অতি সত্বর সন্তুষ্ট হন এবং নারদ উত্তর করলেন যে, দেবাদিদেব শিব সত্বর সন্তুষ্ট হন। এরপর বৃকাসুর কেদারনাথের পবিত্র স্থানে গিয়ে তার নিজের মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে দেবাদিদেব শিবের আরাধনা শুরু করল। কিন্তু শিব আবির্ভূত হলেন না। তাই বৃকাসুর নিজের মস্তক ছেদন করে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। সে যখন নিজ মস্তক ছেদন করতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেবাদিদেব শিব যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হয়ে তাকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করলেন এবং তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী বর প্রার্থনা করতে বললেন। বৃক বলল, "আমার হাত দিয়ে আমি যার মস্তকের উপরে স্পর্শ করব, তার যেন মৃত্যু হয়।" দেবাদিদেব শিব এই অনুরোধ পূর্ণ করতে বাধ্য ছিলেন তাই তৎক্ষণাৎ তার বর পূর্ণ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য দুষ্ট বৃক স্বয়ং মহাদেবের মাথায় হাত দিয়ে তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করল। শঙ্কিত শিব প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের সীমা ছাড়িয়ে ধাবিত হলেন। শেষপর্যন্ত মহাদেব শ্রীবিষ্ণুর আলয় শ্বেতদ্বীপে এসে পৌঁছলেন। দূর থেকে ধাবিত বিপন্ন শিবকে লক্ষ্য করে শ্রীভগবান স্বয়ং একজন বালক ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে বৃকাসুরের সম্মুখে গমন করলেন। মধুর কণ্ঠে তিনি সেই দানবকে বললেন, "ওহে বৃক, থামো, থামো এবং তুমি কি করতে চাও তা আমাকে বল।" শ্রীভগবানের কথায় মুগ্ধ হয়ে বৃক সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলল। শ্রীভগবান বললেন, "প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপে দেবাদিদেব শিব ঠিক যেন মাংসাশী প্রেতের মতো হয়ে গেছেন। তাই তোমার তার কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি তোমার নিজের মাথায় তোমার হাত রেখে তার বরের পরীক্ষাটি যদি করে দেখ।" এই কথায় বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খ দানব তার নিজের মাথা স্পর্শ করল, যা সঙ্গে সঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে ভূতলে পতিত হল। আকাশ হতে "জয়", 'দণ্ডবৎ' ও 'সাধু, সাধু' রব শোনা গেল এবং দেবতা, ঋষি, স্বর্গত পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্বগণ সকলেই তাঁর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করে শ্রীভগবানকে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্ ।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা-উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **দেব**—দেবতাদের মধ্যে; **অসুর**—অসুরদের; **মনুষ্যেষু**—এবং মানুষদের; **যে**—যারা; **ভজন্তি**—আরাধনা করে;

অশিবম্—ভোগরহিত; **শিবম্**—দেবাদিদেব শিব; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **তে**—তারা; **ধনিনঃ**—ধনী; **ভোজাঃ**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের; **ন**—না; **তু**—সত্ত্বেও; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিম্**—পতি; **হরি**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—যে সকল দেবতা, দানব ও মানুষেরা কঠোর ভোগরহিত দেবাদিদেব শিবের অর্চনা করেন, তাঁরা সাধারণত ধন ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি উপভোগ করেন, অন্যদিকে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীহরির অর্চনাকারীগণ তা করেন না।

শ্লোক ২

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ ।
বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোর্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই; **বেদিতুম্**—হৃদয়ঙ্গম করতে; **ইচ্ছামঃ**—আমরা ইচ্ছা করি; **সন্দেহঃ**—সন্দেহ; **অত্র**—এই ব্যাপারে; **মহান্**—মহান; **হি**—বস্তুত; **নঃ**—আমাদের পক্ষে; **বিরুদ্ধ**—বিরুদ্ধ; **শীলয়োঃ**—যাদের স্বভাব; **প্রভ্বো**—ভগবানের; **বিরুদ্ধা**—বিরুদ্ধ; **ভজতাম্**—তাদের অর্চনাকারীগণের; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে ইচ্ছা করি। বস্তুত শ্রীভগবানের এই দুই বিপরীত স্বভাবের অর্চনাকারীদের ফল প্রাপ্তি আশাতীতভাবেই অন্য ধরনের হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সকলেরই সর্বদা মোক্ষ প্রদাতা ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করা উচিত—এই পরামর্শ দিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়টি শেষ হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হলে মানুষকে তার সম্পদ ও সামাজিক সম্মান হারাতে হবে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই সার্বজনীন ভীতি এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যক্ত করেছেন। এই ধরনের স্বল্প বিশ্বাসী মানুষদের কল্যাণের জন্য রাজা পরীক্ষিৎ আপাত স্ববিরোধী অথচ সত্য এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছেন যে, দেবাদিদেব শিব যাঁর নিজের বলতে একটি গৃহও নেই, এমনই এক ভিক্ষুকের মতো যিনি জীবনযাপন করেন, তিনি তাঁর ভক্তগণকে ধনী ও ক্ষমতাশালী করে তোলেন, অথচ ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমস্ত কিছুর সর্বশক্তিমান অধীশ্বর হলেও তাঁর সেবকদের দারিদ্র্যের অধীন করে তোলেন। শুকদেব গোস্বামী এরপর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা সহ উত্তর প্রদান করবেন এবং বৃকাসুর সম্পর্কিত একটি প্রাচীন কাহিনী বিবৃত করবেন।

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুক বললেন; **শিবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **শক্তি**—তাঁর শক্তি দ্বারা, জড়া প্রকৃতি; **যুতঃ**—যুক্ত; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **ত্রি**—তিনটি; **লিঙ্গঃ**—প্রকাশিত রূপ; **গুণ**—গুণসমূহ দ্বারা; **সংবৃতঃ**—সংবৃত; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণের অহঙ্কার; **তৈজসঃ**—রজোগুণের অহঙ্কার; **চ**—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণের অহঙ্কার; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **অহম্**—জড় অহঙ্কারের মূল উৎস; **ত্রিধা**—ত্রিবিধ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব বললেন—দেবাদিদেব শিব সর্বদা তাঁর নিজ শক্তি, জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা সংবৃত হয়ে তিনি নিজেকে তিনটি রূপে প্রকাশ করে সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিবিধ জড় অহঙ্কারের মূল উৎসকে মূর্ত করেন।

শ্লোক ৪

ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কঞ্চন ।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্বাসামশ্নুতে গতিম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ—সেই অহঙ্কার হতে; **বিকারাঃ**—বিকার সমূহ; **অভবন্**—প্রকাশিত হয়েছে; **ষোড়শ**—ষালটি; **অমীষু**—এই সকল মধ্যে; **কঞ্চন**—যে কোন; **উপধাবন**—অভীষ্ট বস্তু; **বিভূতীনাম্**—জড় সম্পদসমূহের; **সর্বাসাম্**—সকল; **অশ্নুতে**—উপভোগ্য; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

সেই অহঙ্কার হতে ষোলটি বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। যখন দেবাদিদেব শিবের কোনও ভক্ত এই সকল পদার্থের যে কোনও একটির মধ্যে তাঁর প্রকাশকে আরাধনা করেন, তখন সেই ভক্ত অনুরূপ সকল প্রকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

অহঙ্কার থেকে মন, দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, কণ্ঠ, উপস্থ ও পায়ু) এবং পঞ্চভূত (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) উৎপন্ন হয়েছে।

দেবাদিদেব শিব এই সকল ষোলটি বস্তুর প্রত্যেকটিতে বিশেষ *'লিঙ্গ'* রূপে আবির্ভূত হন, যা জগতের বিভিন্ন পবিত্র স্থানে তাঁর বিগ্রহরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিত হয়ে থাকে। কোনও শিবভক্ত সেই সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মায়াময় ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য যে কোনও একটি লিঙ্গকে পূজা করতে পারেন। এইভাবে দেবাদিদেব শিবের 'আকাশ লিঙ্গ' আকাশের ঐশ্বর্য প্রদান করেন, তাঁর 'জ্যোতির্লিঙ্গ' অগ্নির ঐশ্বর্য প্রদান করেন, ইত্যাদি।

শ্লোক ৫

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **নির্গুণঃ**—জড় গুণসমূহ দ্বারা প্রভাবিত নন; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষোত্তম; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির অতীত; **পরঃ**—চিন্ময়; **সঃ**—তিনি; **সর্ব**—সমস্ত কিছু; **দৃক্**—দর্শনকারী; **উপদ্রষ্টা**—সাক্ষী; **তম্**—তাঁকে; **ভজন**—আরাধনার দ্বারা; **নির্গুণঃ**—জাগতিক গুণসমূহ থেকে মুক্ত; **ভবেৎ**—হন।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান শ্রীহরির জড় গুণসমূহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির অতীত, সর্বদর্শী নিত্য সাক্ষী স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান। যিনি তাঁকে আরাধনা করেন, তিনিও জড় গুণসমূহ থেকে একইভাবে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

জড়া শক্তির অতীত তাঁর আপন চিন্ময় অবস্থানে ভগবান বিষ্ণু অবস্থান করছেন। তাহলে কেন তাঁর আরাধনা জড় ঐশ্বর্যের ফল বাহক হবে? ভগবান বিষ্ণুকে আরাধনা করার প্রকৃত ফল চিন্ময় জ্ঞান। তাই ভগবান বিষ্ণুর আরাধনাকারীগণ জড় সম্পদ দ্বারা অন্ধ হওয়ার পরিবর্তে চিন্ময় জ্ঞানের দৃষ্টি লাভ করেন। ভগবান জড় সৃষ্টির নির্বিকার সাক্ষী হওয়ার ফলেই তাঁর ভক্তগণও ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে নির্লিপ্ত হয়েই থাকেন।

বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই রচনাংশটি আবৃত্তি করেছেন—

বস্তুনো গুণসম্বন্ধে রূপদ্বয়ম্ ইহেষ্যতে ।
তদ্ধর্মিযোগযোগাভ্যাং বিম্ববৎ প্রতিবিম্ববৎ ॥

'পরম সত্য যখন প্রকৃতির গুণসমূহের সঙ্গ করেন, তখন তাঁর চিন্ময় গুণসমূহ প্রকাশিত হওয়া না হওয়া অনুসারে তিনি এই জগতে দু' ধরনের ভিন্ন রূপ ধারণ

করেন। এইভাবে তিনি ঠিক যেন এক প্রতিবিম্ব ও প্রতিবিম্বেরও প্রতিবিম্ব রূপে কর্ম করেন।"

গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ শান্তঘোরমূঢ়াঃ স্বভাবতঃ ।
বিষ্ণু-ব্রহ্ম-শিবানাঞ্চ গুণযন্তৃ-স্বরূপিণাম্ ॥

"সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসমূহের নিজ নিজ ভাব যথাক্রমে শান্ত, উগ্র ও অজ্ঞ প্রকৃতির হলেও, তা যথাক্রমে ভগবান বিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।"

নাতিভেদো ভবেদ্ ভেদো গুণধর্মৈ ইহাংশতঃ ।
সত্ত্বস্য শান্ত্যা নো জাতু বিষ্ণোর্বিক্ষেপমৃচ্ছতে ॥

"ভগবান বিষ্ণুর শান্ত সত্ত্বগুণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর মূল চিন্ময় গুণাবলীর থেকে পৃথক নয়, যদিও এই জগতে সেটি অংশত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই শ্রীবিষ্ণুর শান্ত সত্ত্বগুণ কখনও রজোগুণের চাঞ্চল্যের দ্বারা বা তমোগুণের বিভ্রান্তির দ্বারা কলঙ্কিত হয় না।"

রজস্তমোগুণাভ্যাং তু ভবেতাং ব্রহ্ম রুদ্রয়োঃ ।
গুণোপমর্দতো ভূয়স্তদং শানাং চ ভিন্নতা ॥

"অন্যদিকে রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা ব্রহ্মা ও রুদ্রের মূল চিন্ময় গুণাবলী অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাই এই সকল চিন্ময় গুণাবলী, পৃথক জড় গুণাবলীর মতো কেবলমাত্র অংশত প্রকাশিত হয়।"

অতঃ সমগ্রসত্ত্বস্যাবিষ্ণোর্মোক্ষকরীমতিঃ ।
অংশতো ভূতি-হেতুশ্চ তথানন্দময়ী স্বতঃ ॥

"সুতরাং সকল সত্ত্বগুণাবলীর মূর্তি স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি কারুর চেতনা কেন্দ্রীভূত হলে তা তাকে মোক্ষের পথে নিয়ে যায়। এরূপ ভগবৎ-চেতনাও আংশিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জড়জাগতিক সাফল্য উৎপন্ন করে, কিন্তু তার যথার্থ প্রকৃতি শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ।"

অংশতস্তারতম্যেন ব্রহ্মারুদ্রাদিসেবিনাম্ ।
বিভূতয়ো ভবন্ত্যা এব শনৈর্মোক্ষোঽপ্যা অনংশতঃ ॥

"ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য দেবতাদের ভক্তগণ তাঁদের আরাধনার ভাবধারা অনুসারে জড় ঐশ্বর্যের সীমিত সাফল্য অর্জন করেন। পরিণামে তাঁরাও পূর্ণ মুক্তির যোগ্য হতে পারেন।"

এই একই ধারণা *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/২৩) এই বক্তব্যে ধ্বনিত হয়েছে—*শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ*—অর্থাৎ "এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ শ্রীবিষ্ণুর থেকেই পরম কল্যাণ অর্জন করতে পারেন।"

শ্লোক ৬

নিবৃত্তেষ্বশ্বমেধেষু রাজা যুষ্মৎ পিতামহঃ ।
শৃণ্বন্ ভগবতো ধর্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্ ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তেষু—সমাপ্তির পর; **অশ্বমেধেষু**—তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান; **রাজা**—রাজা (যুধিষ্ঠির); **যুষ্মৎ**—আপনার (পরীক্ষিতের); **পিতামহঃ**—পিতামহ; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করার সময়ে; **ভগবতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে; **ধর্মান্**—ধর্মনীতি সমূহ; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি প্রশ্ন করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **অচ্যুতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

আপনার পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্তির পর শ্রীভগবানের কাছ থেকে ধর্মনীতিসমূহের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার সময়ে শ্রীঅচ্যুতকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৭

স আহ ভগবাংস্তস্মৈ প্রীতঃ শুশ্রূষবে প্রভুঃ ।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ৭ ॥

সঃ—তিনি; **আহ**—বলেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **প্রীতঃ**—প্রীত; **শুশ্রূষবে**—শ্রবণার্থী; **প্রভুঃ**—তাঁর প্রভু; **নৃণাম্**—সকল মানুষের; **নিঃশ্রেয়স**—পরম কল্যাণের; **অর্থায়**—জন্য; **যঃ**—যিনি; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **যদোঃ**—রাজা যদুর; **কুলে**—কুলে।

অনুবাদ

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মানবগণের পরম কল্যাণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি রাজার এই প্রশ্নে প্রীত হলেন। আগ্রহভরে শ্রবণরত রাজাকে শ্রীভগবান এই উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীভগবানুবাচ

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **যস্য**—যাকে; **অহম্**—আমি; **অনুগৃহ্ণামি**—অনুগ্রহ করি; **হরিষ্যে**—আমি হরণ করি; **তৎ**—তার; **ধনম্**—ধন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **ততঃ**—তখন; **অধনম্**—ধনহীন; **ত্যজন্তি**—পরিত্যাগ করে; **অস্য**—তার; **স্ব-জনাঃ**—আত্মীয় ও সুহৃদগণ; **দুঃখ-দুঃখিতম্**—একের পর এক দুঃখভোগকারী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যদি আমি কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ করি, তখন ধীরে ধীরে আমি তাঁর ধন হরণ করি। তখন এরূপ এক দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আত্মীয় বন্ধুগণ তাকে পরিত্যাগ করে। এইভাবে সে একের পর এক দুর্দশা ভোগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের ভক্তগণ সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রাপ্ত হন, কিন্তু তা জড় কর্মের ফল রূপে নয়, তারা শ্রীভগবানের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক প্রেমময় সম্পর্কের আনুষঙ্গিক ফলরূপে তা অর্জন করে। যে ফলগুলি এখনও প্রকাশ হতে শুরু করেনি *(অপ্রারব্ধ)*, যে ফলসমূহ কেবলমাত্র প্রকাশিত হবে *(কূট)*, যে ফলসমূহ উন্মুক্তরূপে প্রকাশিত হচ্ছে *(বীজ)* এবং যে ফলসমূহ ইতিমধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত *(প্রারব্ধ)*—এই সমস্ত ফল সহ সকল কর্মফল হতেই কোনও বৈষ্ণব কিভাবে মুক্ত থাকেন, তা ভক্তিমার্গের আকর গ্রন্থ '*শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু*'-র গ্রন্থকার শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। যেভাবে পদ্মফুলের পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে ঝরে যায়, ঠিক সেইভাবে ভক্তিপথে আশ্রয় গ্রহণকারীর সকল কর্ম ফলই বিনষ্ট হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই ভক্তিপূর্ণ সেবা যে সকল কর্মফল বিনষ্ট করে, *গোপাল তাপনী শ্রুতির (পূর্ব ১৫)* এই রচনাংশটিতে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রো পাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ-কল্পনমেতদেবনৈষ্কর্ম্যম্* অর্থাৎ "শ্রীভগবানকে পূজা করার পন্থা ভক্তি। এই পন্থায় এই ইহ জন্মের ও পরজন্মের সকল উপাধিতে অনাসক্ত হয়ে মনকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবিষ্ট করতে হয়। এর ফলে সকল কর্মের বিনাশ হয়।" এটা নিশ্চিত সত্য যে, যারা ভক্তি অনুশীলন করেন, তাঁরা আপাতভাবে কিছুকাল জড় পরিবেশে ও জড় দেহে অবস্থান করেন, আর এটি কেবল শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় কৃপার একটি প্রকাশ মাত্র, কিন্তু ভক্তি যখন বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন তিনি তার ফল প্রদান করেন। ভক্তির প্রতিটি স্তরেই শ্রীভগবান তাঁর ভক্তের উপর নজর রেখে তার ভক্তের কর্মের ক্রমবিনাশ দর্শন করেন। তাই সাধারণ কর্মীগণের মতো ভক্তগণও সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হন—এই ঘটনাটি সত্য হলেও, প্রকৃতপক্ষে ভক্তগণের সুখ ও দুঃখ স্বয়ং ভগবানই প্রদান করে থাকেন। যেমন *ভাগবতে* (১০/৮৭/৪০) বলা হয়েছে—*ভবদুখশুভাশুভয়োঃ* অর্থাৎ 'একজন

পরিণত ভক্ত তাঁর আপাত ভাল ও মন্দ অবস্থাকে তাঁর চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবানের প্রত্যক্ষ পরিচালনার লক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন।'

কিন্তু ভগবান যদি ভক্তদের প্রতি এতই অনুগ্রহ পরায়ণ, তাহলে কেন তিনি তাদের এই বিশেষ দুঃখ ভোগ করান? একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই উত্তরটি প্রদান করা হয়েছে। অতি স্নেহপরায়ণ পিতা তাঁর শিশু-সন্তানদের খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তিনি জানেন যে, এটিই তার শিশু-সন্তানদের প্রতি তার যথার্থ ভালবাসার প্রকাশ, যদিও তার শিশু-সন্তানেরা সেটি বুঝতে ভুল করে। তেমনই, ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেবলমাত্র যোগ্য হওয়ার জন্য সংগ্রামরত তাঁর অপরিণত ভক্তগণের প্রতিই কৃপাপূর্বক কঠোর নন, তিনি তাঁর সকল পোষ্যগণের প্রতিই কৃপাপূর্বক কঠোর। এমনকি প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও যুধিষ্ঠিরের মতো বিশুদ্ধ মহাত্মাগণ তাঁদের সকল মহিমা সত্ত্বেও কঠোর দুঃখদুর্দশা ভোগ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—

যত্র ধর্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥
ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেত্তি বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥

"আহা, অনিবার্য কালের প্রভাব কী অদ্ভুত! এই প্রভাব অপরিবর্তনীয়—তা না হলে, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে, গদাধারী মহাযোদ্ধা ভীমসেন ও শক্তিশালী অস্ত্র গাণ্ডীবধারী মহাধনুর্ধর অর্জুন যেখানে এবং সর্বোপরি পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎ সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেখানে প্রতিকূলতা হয় কেমন করে? হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণ) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমন কি মহান দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।" (*ভাগবত* ১/৯/১৫-১৬)

যদিও বৈষ্ণবের সুখ দুঃখ সাধারণ কর্মফলের আনন্দ ও যন্ত্রণার মতোই অনুভূত হয়, কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই সুখ-দুঃখগুলি ভিন্নতর। কর্ম থেকে উদ্ভূত জড় সুখ দুঃখের, ভবিষ্যত বন্ধনের বীজ স্বরূপ—সূক্ষ্ম অবশিষ্টাংশ থেকে যায়। এই ধরনের সুখ ও দুঃখের মাধ্যমে পতনের প্রবণতা থাকে এবং নরকতুল্য বিলুপ্তির মাঝেও পতিত হওয়ার বিপদ সৃষ্টি করে। অথচ শ্রীভগবানের ইচ্ছা হতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখগুলি, তাদের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর আর লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অধিকন্তু শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ পারস্পরিক আনন্দ উপভোগকারী

বৈষ্ণবের আর অজ্ঞানতার নরকে পতিত হওয়ার ভয় থাকে না। মৃত্যুর অধীশ্বর ও প্রয়াত সকল আত্মার বিচারক শ্রীযমরাজ তাই ঘোষণা করছেন—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

"হে ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করে না, যাদের চিত্ত একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয় না। আর যারা মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ব্রত অনুষ্ঠান করে না, তাদেরও আমার কাছে নিয়ে এসো।" (*ভাগবত* ৬/৩/২৯)।

শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণ তাদের উপর আরোপিত ভগবানের দেওয়া দুঃখকে তেমন কষ্টকর বলে মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা জানেন যে, এই দুঃখের শেষে তা তাদের অসীম আনন্দে পৌঁছে দেবে, ঠিক যেমন যন্ত্রণাদায়ক মলম প্রয়োগের দ্বারা চিকিৎসক তাঁর রোগীর চক্ষুর সংক্রমণকে আরোগ্য করেন। তা ছাড়াও, বিশ্বাসহীনদের অনধিকার প্রবেশের মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করার সম্ভাবনা থেকেও ভক্তির গোপনীয়তাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে দুঃখ সাহায্য করে এবং ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য ভক্তগণের প্রার্থনার আগ্রহকেও বর্ধিত করে। ভগবানের ভক্তগণ যদি সর্বদা সুখী থাকতেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের কখনও কোন কারণ থাকত না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যেমন *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৮) বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" শ্রীভগবান যদি পৃথিবীতে স্বয়ং তাঁর মূল কৃষ্ণরূপ ও বিভিন্ন অবতার রূপ না প্রদর্শন করতেন, তাহলে এই জগতে তাঁর বিশ্বস্ত দাসগণের পক্ষে তাঁর রাসলীলা ও অন্যান্য লীলাসমূহ উপভোগের কোন সুযোগ থাকত না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে সম্ভাব্য এই আপত্তির বিরোধিতা করেছেন যে, 'দুর্দশা থেকে সাধুদের উদ্ধারের চেয়ে অন্য কোন কারণে শ্রীভগবানের অবতার

হতে দোষ কোথায়?' পণ্ডিত আচার্য উত্তর প্রদান করছেন, "হ্যাঁ ভাই, এই চেতনাটি ভাল, কিন্তু আপনি পারমার্থিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে দক্ষ নন। শুনুন, রাত্রিতে সূর্যোদয় আকর্ষক বোধ হয়, দারুণ গ্রীষ্মে শীতল জল সুখপ্রদ এবং ঠাণ্ডা শীতের মাসে উষ্ণ জল আরামদায়ক। অন্ধকারে দীপালোক আকর্ষণীয়ভাবে উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু দিনের উজ্জ্বল আলোয় নয় এবং যখন কেউ ক্ষুধায় পীড়িত থাকে, খাদ্য বস্তু বিশেষভাবে সুস্বাদু বোধ হয়।" অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর প্রতি তাঁর ভক্তবৃন্দের নির্ভরশীলতার ভাবটিকে ও তাঁকে পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্র করার জন্য শ্রীভগবান কিছু দুর্দশার মধ্যে ভক্তবৃন্দের জীবন অতিবাহিত করার আয়োজন করেন এবং পরে তিনি যখন তাঁদের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হন, তখন ভক্তবৃন্দের কৃতজ্ঞতা ও অপ্রাকৃত আনন্দের সীমা থাকে না।

শ্লোক ৯

স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া ।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—সে; **যদা**—যখন; **বিতথ**—অপ্রয়োজনীয়; **উদ্‌যোগঃ**—তার প্রচেষ্টা; **নির্বিণ্ণঃ**—হতাশ; **স্যাৎ**—হয়; **ধন**—ধনের জন্য; **ঈহয়া**—তার উদ্যোগ দ্বারা; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরৈঃ**—যারা উৎসর্গীকৃত তাদের সঙ্গে; **কৃত**—যিনি করেন তার জন্য; **মৈত্রস্য**—বন্ধুত্ব; **করিষ্যে**—আমি প্রদর্শন করব; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ।

অনুবাদ

যখন সে তার অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় হতাশ হয় এবং পরিবর্তে আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে, আমি তাকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করি।

শ্লোক ১০

তদ্ ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্ ।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ১০ ॥

তৎ—সেই; **ব্রহ্ম**—নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মণ; **পরমম্**—পরম; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম; **চিৎ**—আত্মা; **মাত্রম্**—বিশুদ্ধ; **সৎ**—নিত্য; **অনন্তকম্**—অনন্ত; **বিজ্ঞায়**—উপলব্ধির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম পূর্বক; **আত্মতয়া**—নিজের প্রকৃত আত্মারূপে; **ধীরঃ**—ধীর; **সংসারাৎ**—জাগতিক জীবন হতে; **পরিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

এইভাবে একজন ধীর ব্যক্তি পরম-ব্রহ্মকে পরম সত্য, পরম সূক্ষ্ম ও আত্মার বিশুদ্ধ প্রকাশ, অনন্ত চিন্ময় অস্তিত্ব রূপে সম্পূর্ণত হৃদয়ঙ্গম করেন। এইভাবে পরম-ব্রহ্মকে তাঁর আপন অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে তিনি সংসার চক্র হতে মুক্ত হন।

শ্লোক ১১

অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ ।
ততস্তু আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্ময়ন্ত্যবজানতে ॥ ১১ ॥

অতঃ—অতএব; মাম্—আমাকে; সু—অত্যন্ত; দুরারাধ্যম্—আরাধনা করা কঠিন; হিত্বা—পরিত্যাগ পূর্বক; অন্যান্—অন্যান্য; ভজতে—আরাধনা করে; জনঃ—সাধারণ মানুষেরা; ততঃ—ফলস্বরূপ; তে—তারা; আশু—সত্বর; তোষেভ্যঃ—সন্তুষ্টজনের কাছে থেকে; লব্ধ—প্রাপ্ত; রাজ্য—রাজকীয়; শ্রিয়া—ঐশ্বর্য দ্বারা; উদ্ধতাঃ—উদ্ধত; মত্তাঃ—অহঙ্কার দ্বারা মত্ত; প্রমত্তাঃ—অসাবধানবশত; বর—বরের; দান—প্রদানকারী; বিস্ময়ন্তি—অত্যন্ত দুঃসাহসি হয়ে; অবজানতে—তারা অপমান করে।

অনুবাদ

যেহেতু আমার আরাধনা করা কঠিন, সাধারণত মানুষ তাই আমাকে পরিত্যাগ করে পরিবর্তে অল্পেই সন্তুষ্ট অন্যান্য দেবতাদের পূজা করে। যখন এই সকল দেবতাদের কাছ থেকে মানুষ রাজকীয় ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন তারা উদ্ধত, অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং তাদের কর্তব্যে উপেক্ষাকারী হয়ে ওঠে। তারা তাদের বরপ্রদানকারী দেবতাদেরও অপমান করতে ভয় পায় না।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; শাপ—অভিশাপ প্রদানে; প্রসাদয়োঃ—এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে; ঈশাঃ—সমর্থ; ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-আদয়ঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্যরা; সদ্যঃ—সত্বর; শাপ-প্রসাদঃ—যাদের অভিশাপ ও আশীর্বাদ; অঙ্গ—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); শিবঃ—দেবাদিদেব শিব; ব্রহ্মা—শ্রীব্রহ্মা; ন—না; চ—এবং; অচ্যুতঃ—শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, দেবাদিদেব শিব ও অন্যান্যরা কাউকে অভিশাপ বা আশীর্বাদ প্রদানে সমর্থ। হে প্রিয় রাজন, দেবাদিদেব শিব ও শ্রীব্রহ্মা অত্যন্ত সত্বর শাপ বা বর প্রদান করেন, কিন্তু ভগবান অচ্যুত তেমন নন।

শ্লোক ১৩

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্ত্বাপ সঙ্কটম্ ॥ ১৩ ॥

অত্র—এই বিষয়ে; চ—এবং; উদাহরন্তি—তারা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন; ইমম্—এই রকম; ইতিহাসম্—ঐতিহাসিক ঘটনা; পুরাতনম্—প্রাচীন; বৃক-অসুরায়—বৃকাসুরকে; গিরি-শঃ—কৈলাস পর্বতের অধীশ্বর ভগবান শিব; বরম্—বর; দত্ত্বা—প্রদান করে; আপ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; সঙ্কটম্—সঙ্কট।

অনুবাদ

এই প্রসঙ্গে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা, কিভাবে বৃকাসুরকে তার পছন্দ মত বর নিবেদন করে কৈলাসাধিপতি সঙ্কটে পড়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্ ।
দৃষ্ট্বাশুতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্মতিঃ ॥ ১৪ ॥

বৃকঃ—বৃক; নাম—নামক; অসুরঃ—একজন অসুর; পুত্রঃ—পুত্র; শকুনেঃ—শকুনির; পথি—পথে; নারদম্—নারদমুনি; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; আশু—শীঘ্রই; তোষম্—সন্তুষ্ট; পপ্রচ্ছ—সে জিজ্ঞাসা করল; দেবেষু—ভগবানদের মধ্যে; ত্রিষু—তিন; দুর্মতিঃ—দুর্মতি।

অনুবাদ

একবার পথিমধ্যে শকুনির পুত্র বৃক নামক এক অসুর নারদের সঙ্গে মিলিত হল। সেই দুর্মতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল প্রধান তিন দেবতাদের মধ্যে কাকে অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট করা যায়।

শ্লোক ১৫

স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিদ্ধ্যসি ।
যোঽল্পাভ্যাম্ গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি (নারদ); আহ—বললেন; দেবম্—ভগবান; গিরিশম্—শিব; উপাধাব—তোমার অর্চনা করা উচিত; আশু—শীঘ্রই; সিদ্ধ্যসি—তুমি সফল হবে; যঃ—যিনি; অল্পাভ্যাম্—সামান্য; গুণ—গুণ; দোষাভ্যাম্—এবং দোষ; আশু—সত্বর; তুষ্যতি—সন্তুষ্ট হন; কুপ্যতি—ক্রুদ্ধ হন।

অনুবাদ

নারদ তাকে বললেন—দেবাদিদেব শিবের পূজা কর, তা হলে তুমি শীঘ্রই সফলতা অর্জন করবে। তিনি তাঁর আরাধনাকারীর সামান্য গুণ দর্শনের ফলেই শীঘ্র সন্তুষ্ট হন এবং সামান্য দোষ দর্শনের দ্বারা শীঘ্রই ক্রুদ্ধ হন।

শ্লোক ১৬

দশাস্যবাণয়োস্তুষ্টঃ স্তুবতোর্বন্দিনোরিব ।
ঐশ্বর্যমতুলং দত্ত্বা তত আপ সুসঙ্কটম্ ॥ ১৬ ॥

দশ-আস্য—দশটি মস্তক যুক্ত রাবণ; বাণয়োঃ—এবং বাণ; তুষ্টঃ—তুষ্ট; স্তুবতঃ—তাঁর মহিমা কীর্তনকারী; বন্দিনোঃ ইব—চারণ কবি তুল্য; ঐশ্বর্যম্—শক্তি; অতুলম্—অতুল; দত্ত্বা—প্রদান করে; ততঃ—অতঃপর; আপ—তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; সু—মহা; সঙ্কটম্—সঙ্কট।

অনুবাদ

বন্দিদের মতো তারা প্রত্যেকে যখন তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিল, তখন তিনি দশ মস্তক বিশিষ্ট রাবণ ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দেবাদিদেব শিব অতঃপর তাদের প্রত্যেককে অতুল ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই ফলস্বরূপ তাঁকে মহাসঙ্কটে পড়তে হয়েছিল।

তাৎপর্য

রাবণ ক্ষমতা লাভের জন্য দেবাদিদেব শিবের আরাধনা করেছিল এবং পরে দেবাদিদেব শিবের আলয় কৈলাস পর্বতকে উৎপাটন করার জন্য সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছিল। বাণাসুরের প্রার্থনায় দেবাদিদেব শিব নিজে বাণের রাজধানীকে রক্ষা করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং পরে এইজন্য তাঁকে বাণের পক্ষ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্রদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ ।
কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোঽগ্নিমুখং হরম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—নির্দেশিত; **তম্**—তাঁকে (দেবাদিদেব শিব); **অসুরঃ**—অসুর; **উপাধাবৎ**—পূজা করল; **স্ব**—তার নিজ; **গাত্রতঃ**—দেহ হতে; **কেদারে**—পবিত্র স্থান কেদারনাথে; **আত্ম**—তার নিজ; **ক্রব্যেণ**—মাংস দ্বারা; **জুহ্বানঃ**—আহুতি প্রদান পূর্বক; **অগ্নি**—অগ্নি; **মুখম্**—যার মুখ; **হরম্**—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে উপদেশ লাভ করে অসুর তার নিজ দেহ থেকে মাংসখণ্ড গ্রহণ করে তা দেবাদিদেব শিবের মুখ স্বরূপ অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে তাঁর পূজা শুরু করল।

শ্লোক ১৮-১৯

দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্বেদাৎ সপ্তমেঽহনি ।
শিরোঽবৃশ্চৎ সুধিতিনা তত্তীর্থক্লিন্নমূর্ধজম্ ॥ ১৮ ॥
তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জটির্
যথা বয়ং চাগ্নিরিবোত্থিতোঽনলাৎ ।
নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ণ্যবারয়ৎ
তৎস্পর্শনাদ্ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥

দেব—দেবাদিদেব শিবের; **উপলব্ধিম্**—দর্শন; **অপ্রাপ্য**—প্রাপ্ত না হয়ে; **নির্বেদাৎ**—হতাশাবশত; **সপ্তমে**—সপ্তম; **অহনি**—দিনে; **শিরঃ**—তার মস্তক; **অবৃশ্চৎ**—ছেদন করার জন্য; **সুধিতিনা**—খড়্গ দ্বারা; **তৎ**—সেই (কেদারনাথের); **তীর্থ**—পবিত্র স্থানের (জলে); **ক্লিন্ন**—অভিষিক্ত করলে পর; **মূর্ধ-জম্**—তার মস্তকের কেশ; **তদা**—তখন; **মহা**—পরম; **কারুণিকঃ**—করুণাময়; **সঃ**—তিনি; **ধূর্জটিঃ**—দেবাদিদেব শিব; **যথা**—যেমন; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **ইব**—তুল্য আবির্ভূত হয়ে; **উত্থিতঃ**—উত্থিত; **অনলাৎ**—অগ্নি হতে; **নিগৃহ্য**—ধারণ করে; **দোর্ভ্যাম্**—তাঁর হস্ত দ্বারা; **ভুজয়োঃ**—তার (বৃকর) হস্তদ্বয়; **ন্যবারয়ৎ**—তিনি তাকে নিবৃত্ত করলেন; **তৎ**—তাঁর (দেবাদিদেব শিবের); **স্পর্শনাৎ**—স্পর্শে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **উপস্কৃত**—সুগঠিত হল; **আকৃতিঃ**—তার দেহ।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিবের দর্শন লাভে ব্যর্থ হয়ে বৃকাসুর হতাশ হল। অবশেষে সপ্তম দিনে কেদারনাথের পবিত্র জলে তার কেশরাশি অভিষিক্ত করার পর সে একটি খড়্গ গ্রহণ করে তার মস্তক ছিন্ন করতে উদ্যত হল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে

পরম কারুণিক দেবাদিদেব শিব যজ্ঞাগ্নি থেকে স্বয়ং অগ্নিদেবের মতোই উত্থিত হয়ে, ঠিক যেমন আমরা কাউকে নিবৃত্ত করি, সেইভাবে অসুরকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার হাত দুটি ধারণ করলেন। দেবাদিদেব শিবের স্পর্শে বৃকাসুর পুনরায় পরিপূর্ণ কলেবর হয়ে উঠল।

শ্লোক ২০

তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে
যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্ ।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতাম্
অহো ত্বয়াত্মা ভৃশমর্দ্যতে বৃথা ॥ ২০ ॥

তম্—তাকে; আহ—তিনি (দেবাদিদেব শিব) বললেন; চ—এবং; অঙ্গ—হে প্রিয়; অলম্ অলম্—যথেষ্ট, যথেষ্ট; বৃণীষ্ব—একটি বর প্রার্থনা কর; মে—আমার কাছ থেকে; যথা—যেরূপ; অভিকামম্—তুমি ইচ্ছা কর; বিতরামি—আমি প্রদান করব; তে—তোমাকে; বরম্—তোমার প্রার্থিত বর; প্রীয়েয়—আমি সন্তুষ্ট হই; তোয়েন—জল দ্বারা; নৃণাম্—পুরুষগণ হতে; প্রপদ্যতাম্—আমার শরণাগত; অহো—আহা; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; আত্মা—তোমার দেহ; ভৃশম্—অতিরিক্তভাবে; অর্দ্যতে—পীড়িত হয়েছে; বৃথা—বৃথা।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন—হে বৎস, দাঁড়াও, থামো। আমার কাছ থেকে তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করব। হায়, তুমি অযথা তোমার দেহকে অত্যন্ত পীড়ন করেছ, কারণ আমার শরণাগতজনের সামান্য জল নিবেদনেই আমি সন্তুষ্ট হই।

শ্লোক ২১

দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্ ।
যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি ॥ ২১ ॥

দেবম্—দেবাদিদেবের কাছ থেকে; সঃ—সে; বব্রে—প্রার্থনা করল; পাপীয়ান্—পাপাত্মা অসুর; বরম্—একটি বর; ভূত—সকল জীবের; ভয়—ভয়; আবহম্—আনয়নকারী; যস্য যস্য—যার যার; করম্—আমার হাত; শীর্ষ্ণি—মস্তকে; ধাস্যে—আমি স্থাপন করব; সঃ—সে; ম্রিয়তাম্—মৃত্যুমুখে পতিত হবে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] দেবাদিদেবের কাছ থেকে পাপাত্মা বৃক যে বর প্রার্থনা করেছিল, তা সকল জীবকে শঙ্কিত করল। বৃক বলল, "আমার হাত দিয়ে আমি যার মস্তকে স্পর্শ করব তার যেন মৃত্যু হয়।"

শ্লোক ২২

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্মনা ইব ভারত ।
ওঁমিতি প্রহসংস্তস্মৈ দদেঽহেরমৃতং যথা ॥ ২২ ॥

তৎ—তা; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; ভগবান্ রুদ্রঃ—দেবাদিদেব রুদ্র; দুর্মনাঃ—অসন্তুষ্ট; ইব—যেন; ভারত—হে ভরতকুলনন্দন; ওম্ ইতি—তাঁর সম্মতিসূচক পবিত্র ওম্ শব্দকে ধ্বনিত করে; প্রহসন্—উদার হাস্য সহকারে; তস্মৈ—তাকে; দদে—তিনি তা প্রদান করলেন; অহেঃ—একটি সাপকে; অমৃতম্—অমৃত; যথা—যেমন।

অনুবাদ

তা শ্রবণ করে, দেবাদিদেব রুদ্রকে যেন কিছুটা বিচলিত মনে হল। তবুও, হে ভরতকুলনন্দন, তিনি যেন একটি বিষধর সাপকে দুগ্ধ প্রদান করছেন এইভাবে অট্টহাস্য সহ বৃককে বরটি অনুমোদন করে তাঁর সম্মতিসূচক ওম্ ধ্বনি করলেন।

শ্লোক ২৩

স তদ্বরপরীক্ষার্থং শম্ভোর্মূর্ধ্নি কিলাসুরঃ ।
স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোঽবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; তৎ—তাঁর (দেবাদিদেব শিবের); বর—বর; পরীক্ষা-অর্থম্—পরীক্ষার জন্য; শম্ভোঃ—দেবাদিদেব শিবের; মূর্ধ্নি—মস্তকে; কিল—বস্তুত; অসুরঃ—অসুর; স্ব—তার নিজের; হস্তম্—হস্ত; ধাতুম্—স্থাপনের জন্য; আরেভে—সে চেষ্টা করলে; সঃ—তিনি; অবিভ্যৎ—ভীত হলেন; স্ব—তাঁর দ্বারা; কৃতাৎ—যা কৃত হয়েছিল সেই জন্য; শিবঃ—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শম্ভু প্রদত্ত বরটি পরীক্ষার জন্য অসুরটি তখন দেবাদিদেব শিবের মস্তকেই তার হাত স্থাপনের চেষ্টা করল। ফলে, শিব তাঁর নিজ কৃতকর্ম হেতু ভীত হলেন।

শ্লোক ২৪

তেনোপসৃষ্টঃ সন্ত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ ।
যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্ ॥ ২৪ ॥

তেন—তার দ্বারা; উপসৃষ্টঃ—ধাবিত হয়ে; সন্ত্রস্তঃ—শঙ্কিত; পরাধাবন্—পলায়ন করতে করতে; স—সহ; বেপথুঃ—কম্পিতভাব; যাবৎ—যত দূর পর্যন্ত; অন্তম্—অন্ত; দিবঃ—আকাশের; ভূমেঃ—পৃথিবীর; কাষ্ঠানাম্—এবং দিকসমূহের; উদগাৎ—তিনি দ্রুতবেগে গমন করলেন; উদক্—উত্তর দিক হতে।

অনুবাদ

অসুর তাঁর পশ্চাৎ ধাবন করলে শিব দ্রুতবেগে তাঁর ধাম থেকে শঙ্কায় কম্পিত হয়ে উত্তরদিকে পলায়ন করলেন। যতদূর পর্যন্ত পৃথিবী, আকাশ ও জগতের দিকসমূহের সীমা, তিনি ততদূর ধাবিত হলেন।

শ্লোক ২৫-২৬

অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তূষ্ণীমাসন্ সুরেশ্বরাঃ ।
ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ ভাস্বরং তমসঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ ন্যাসিনাং পরমো গতিঃ ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ততে গতঃ ॥ ২৬ ॥

অজানন্তঃ—অবগত না হয়ে; প্রতি-বিধিম্—প্রতিকার; তূষ্ণীম্—মৌন; আসন্—থাকলেন; সুর—দেবতাগণের; ঈশ্বরাঃ—ঈশ্বর; ততঃ—তখন; বৈকুণ্ঠম্—ভগবানের রাজ্যে, বৈকুণ্ঠে; অগমৎ—তিনি আগমন করলেন; ভাস্বরম্—সমুজ্জ্বল; তমসঃ—অন্ধকারের; পরম্—অতীত; যত্র—যেখানে; নারায়ণঃ—নারায়ণ; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্যমান; ন্যাসিনাম্—সাধুগণের; পরমঃ—পরম; গতিঃ—লক্ষ্য; শান্তানাম্—শান্ত; ন্যস্ত—ত্যাগী; দণ্ডানাম্—রাগদ্বেষ; যতঃ—যেখান থেকে; ন আবর্ততে—কেউ ফেরে না; গতঃ—গমন করলে পর।

অনুবাদ

এই বরের প্রতিকার জানা না থাকায় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও নীরব রইলেন। অতঃপর শিব সকল অন্ধকারের অতীত বৈকুণ্ঠের সমুজ্জ্বল রাজ্যে উপস্থিত হলেন, যেখানে ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন। সেই রাজ্য অন্যান্য জীবের প্রতি রাগদ্বেষ পরিত্যাগী, শান্ত, সাধুগণের গন্তব্যস্থল। সেখানে গমন করলে, কেউ আর ফিরে আসে না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, শিব শ্বেতদ্বীপগ্রহে প্রবেশ করেছিলেন—যেটি জড় জগতের সীমানায় চিন্ময় জগতের এক বিশেষ আশ্রয় স্বরূপ। সেখানে দুধের দিব্য সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি শ্বেতদ্বীপে শ্রীবিষ্ণু অনন্ত শেষ নাগের শয্যায় শুয়ে দেবতাদের যখন তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন, তখন তাদের স্বয়ং দর্শন প্রদান করছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

তং তথা ব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দনঃ ।
দূরাৎ প্রত্যুদিয়াত্ত্বা বটুকো যোগমায়য়া ॥ ২৭ ॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজসাগ্নিরিব জ্বলন্ ।
অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্বিনীতবৎ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; তথা—এইভাবে; ব্যসনম্—সঙ্কটাপন্ন; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; ভগবান্—ভগবান; বৃজিন্—দুর্দশার; অর্দনঃ—মোচনকারী; দূরাৎ—দূর থেকে; প্রত্যুদিয়াৎ—তিনি বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করেছিলেন; ভূত্বা—হয়ে; বটুকঃ—এক বালক ব্রহ্মচারী; যোগমায়য়া—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দ্বারা; মেখলা—মেখলা; অজিন—মৃগচর্ম; দণ্ড—দণ্ড; অক্ষৈঃ—এবং জপমালা; তেজসা—তাঁর জ্যোতি দ্বারা; অগ্নিঃ ইব—অগ্নি তুল্য; জ্বলন্—দীপ্তিমান; অভিবাদয়াম্ আস—তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন; চ—এবং; তম্—তাকে; কুশ-পাণিঃ—হাতে কুশগ্রহণ সহকারে; বিনীত বৎ—বিনীতভাবে।

অনুবাদ

ভক্ত সন্তাপহারী ভগবান দূর থেকে শিবকে সঙ্কটাপন্ন দর্শন করলেন। তাই তাঁর অতীন্দ্রিয় যোগমায়াবলে তিনি মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা সমন্বিত এক ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করলেন। ভগবানের জ্যোতি অগ্নিতুল্য উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান ছিল। তাঁর হাতে কুশ ধারণ করে তিনি অসুরকে বিনীতভাবে অভিনন্দিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ছদ্মবেশী শ্রীনারায়ণের কথাকে এই বলে উদ্ধৃত করছেন, "পরমব্রহ্মের দর্শক আমাদের কাছে সমস্ত সৃষ্ট জীবই শ্রদ্ধার জন্য মূল্যবান। আর যেহেতু আপনি এক মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ শকুনির পুত্র আপনি অবশ্যই আমার মতো এক নবীন ব্রহ্মচারীর সশ্রদ্ধ অভিবাদনের যোগ্য"।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

শাকুনেয় ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ ।
ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্বকামধুক্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **শাকুনেয়**—হে শকুনি পুত্র; **ভবান্**—আপনি; **ব্যক্তম্**—স্পষ্টরূপে; **শ্রান্তঃ**—ক্লান্ত; **কিম্**—কি জন্য; **দূরম্**—দূরে; **আগতঃ**—আগমন করেছেন; **ক্ষণম্**—ক্ষণকালের জন্য; **বিশ্রম্যতাম্**—বিশ্রাম করুন; **পুংসঃ**—পুরুষের; **আত্মা**—দেহ; **অয়ম্**—এই; **সর্ব**—সকল; **কাম**—অভিলাষ; **ধুক্**—গোদুগ্ধের মতো প্রদান করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে শকুনি নন্দন, আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আপনি কেন এত দূরে আগমন করেছেন? দয়া করে ক্ষণিক বিশ্রাম করুন। শেষ পর্যন্ত এই দেহই সকল অভিলাষ পূরণ করে।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ভাষ্য প্রদান করছেন, "তার বিশ্রাম নেবার সময় নেই—অসুর কর্তৃক এই যুক্তি প্রদর্শনের পূর্বেই ভগবান শরীরের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে শুরু করলেন এবং অসুরও তা বিশ্বাস করেছিল। যে কোন মানুষ, বিশেষত অসুরেরা, তার শরীরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপে গ্রহণ করে।"

শ্লোক ৩০

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্ব্যবসিতং বিভো ।
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে ॥ ৩০ ॥

যদি—যদি; **নঃ**—আমাদের; **শ্রবণায়**—শ্রবণের জন্য; **অলম্**—যোগ্য; **যুষ্মৎ**—আপনার; **ব্যবসিতম্**—উদ্দেশ্য; **বিভো**—হে শক্তিমান; **ভণ্যতাম্**—দয়া করে বলুন; **প্রায়শঃ**—সাধারণত; **পুম্ভিঃ**—পুরুষগণের সঙ্গে; **ধৃতৈঃ**—সাহায্য গ্রহণ করে; **স্ব**—নিজের নিজের; **অর্থান্**—উদ্দেশ্যসমূহ; **সমীহতে**—সাধন করে।

অনুবাদ

হে শক্তিমান, আমরা যদি আপনি কি করতে চান তা শুনবার যোগ্য হই, দয়া করে আমাদের তা বলুন। সাধারণতঃ কেউ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেই তার উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করে।

তাৎপর্য

নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একজন ঈর্ষাপরায়ণ অসুরও একজন ব্রাহ্মণের শক্তির সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা ।
গতক্লমোঽব্রবীৎ তস্মৈ যথাপূর্বমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; ভগবতা—ভগবান দ্বারা; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হয়ে; বচসা—বচন দ্বারা; অমৃত—অমৃত; বর্ষিণা—বর্ষণকারী; গত—গত হলেন; ক্লমঃ—তার ক্লান্তি; অব্রবীৎ—সে বলল; তস্মৈ—তাঁকে; যথা—যেমন; পূর্বম্—পূর্বে; অনুষ্ঠিতম্—অনুষ্ঠিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অমৃত বর্ষণকারী বচন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, বৃক নিজেকে ক্লান্তিমুক্ত অনুভব করল। সে ভগবানের কাছে তার কৃত কর্মের সমস্তকিছুই বর্ণনা করল।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

এবং চেৎ তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রদ্দধীমহি ।
যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; এবম্—এরূপ; চেৎ—যদি; তর্হি—তাহলে; তৎ—তার; বাক্যম্—বক্তব্যে; ন—না; বয়ম্—আমরা; শ্রদ্দধীমহি—বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি; যঃ—যে; দক্ষ-শাপাৎ—প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ দ্বারা; পৈশাচ্যম্—পিশাচের (এক শ্রেণীর মাংসাশী অসুর) গুণাবলীসমূহ; প্রাপ্তঃ—প্রাপ্ত হয়েছে; প্রেত-পিশাচ—প্রেত ও পিশাচের; রাট্—রাজা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—এই যদি হয়ে থাকে তাহলে শিবের কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। দক্ষ যাকে পিশাচ হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিল, সেই শিব হচ্ছে প্রেত ও পিশাচদের অধীশ্বর।

শ্লোক ৩৩

যদি বস্তত্র বিশ্রম্ভো দানবেন্দ্র জগদ্‌গুরৌ ।
তর্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্ ॥ ৩৩ ॥

যদি—যদি; **বঃ**—তোমার; **তত্র**—তাকে; **বিশ্রম্ভঃ**—বিশ্বাস হয়; **দানব-ইন্দ্র**—হে অসুর শ্রেষ্ঠ; **জগৎ**—জগতের; **গুরৌ**—গুরুদেব; **তর্হি**—তাহলে; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **আশু**—এখনই; **স্ব**—তোমার নিজের; **শিরসি**—মস্তকে; **হস্তম্**—তোমার হাত; **ন্যস্য**—স্থাপন পূর্বক; **প্রতীয়তাম্**—পরীক্ষা কর মাত্র।

অনুবাদ

হে দানবেন্দ্র, যেহেতু তিনি জগদগুরু, তাই তোমার যদি তাঁর উপর কোন বিশ্বাস থাকে, তা হলে আর দেরী না করে তোমার হাত তোমার মস্তকে স্থাপন করে দেখ কী হয়।

শ্লোক ৩৪

যদ্যসত্যং বচঃ শম্ভোঃ কথঞ্চিদ্দানবর্ষভ ।
তদৈনং জহ্যসদ্বাচং ন যদ্বক্তানৃতং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

যদি—যদি; **অসত্যম্**—অসত্য; **বচঃ**—বাক্য; **শম্ভোঃ**—দেবাদিদেব শিবের; **কথঞ্চিৎ**—কোন প্রকারে; **দানব-ঋষভ**—হে দানব শ্রেষ্ঠ; **তদা**—তখন; **এনম্**—তাকে; **জহি**—হত্যা কর; **অসৎ**—অসৎ; **বাচম্**—যার বাক্য; **ন**—না; **যৎ**—যাতে; **বক্তা**—তিনি বলতে পারেন; **অনৃতম্**—যা মিথ্যা; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

যদি দেবাদিদেব শম্ভুর বাক্য কোন প্রকারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, হে দানব শ্রেষ্ঠ, তা হলে সেই মিথ্যাবাদীকে হত্যা কর যাতে সে পুনরায় মিথ্যা বলতে না পারে।

তাৎপর্য

নিহত হবার পরেও নিজেকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা শিবের হয়ত থাকতে পারে কিন্তু কমপক্ষে তিনি পুনরায় মিথ্যা বলা থেকে বিরত হবেন।

শ্লোক ৩৫

ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ ।
ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ ॥ ৩৫ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; চিত্রৈঃ—অপূর্ব; বচোভিঃ—বচন দ্বারা; সঃ—সে (বৃক); সু—অত্যন্ত; পেশলৈঃ—চতুর; ভিন্ন—মোহিত; ধীঃ—তার মন; বিস্মৃতঃ—বিস্মৃত হয়ে; শীর্ষ্ণি—তার মস্তকে; স্ব—তার নিজ; হস্তম্—হস্ত; কু-মতিঃ—দুর্মতি; ন্যধাৎ—স্থাপন করল।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মনোরম কথাশৈলী দ্বারা মোহিত হয়ে মূর্খ বৃক সে কি করছে তা হৃদয়ঙ্গম না করে তার নিজ মস্তকে তার হাত স্থাপন করল।

শ্লোক ৩৬

অথাপতদ্ ভিন্নশিরাঃ বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ ।
জয়শব্দো নমঃশব্দ সাধুশব্দোঽভবদ্দিবি ॥ ৩৬ ॥

অথ—তখন; অপতৎ—সে পতিত হল; ভিন্ন—চূর্ণ হয়ে; শিরাঃ—তার মস্তক; বজ্র—বজ্রের দ্বারা; আহতঃ—আঘাত; ইব—যেন; ক্ষণাৎ—মুহূর্তের মধ্যে; জয়—"জয়!"; শব্দঃ—ধ্বনি; নমঃ—প্রণাম!"; শব্দঃ—ধ্বনি; সাধু—"সাবাশ!"; শব্দ—ধ্বনি; অভবৎ—উত্থিত হয়েছিল; দিবি—আকাশে।

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ তার মস্তক যেন বজ্রাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিচূর্ণ হল এবং দানব নিহত হয়ে ভূপতিত হল। আকাশ হতে "জয়!" "প্রণাম!" ও "সাধু!" ধ্বনিসমূহ শোনা যাচ্ছিল।

শ্লোক ৩৭

মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে ।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ ॥ ৩৭ ॥

মুমুচুঃ—তারা মুক্ত করল; পুষ্প—পুষ্পের; বর্ষাণি—বর্ষণ; হতে—নিহত হওয়ায়; পাপে—পাপাত্মা; বৃক-অসুরে—বৃকাসুর; দেব-ঋষি—স্বর্গের ঋষিগণ; পিতৃ—প্রয়াত পূর্বপুরুষগণ; গন্ধর্বঃ—স্বর্গের গায়করা; মোচিতঃ—মুক্ত হল; সঙ্কটাৎ—সঙ্কট হতে; শিবঃ—দেবাদিদেব শিব।

অনুবাদ

পাপাত্মা বৃকাসুরের নিহত হওয়াকে উদ্‌যাপন করতে দেব-ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করলেন। এখন দেবাদিদেব শিব ভয় মুক্ত হলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা ॥ ৩৮ ॥
হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্গুরৌ ॥ ৩৯ ॥

মুক্তম্—মুক্ত; **গিরিশম্**—দেবাদিদেব শিব; **অভ্যাহ**—সম্বোধন করে বললেন; **ভগবান্ পুরুষ-উত্তমঃ**—পুরুষোত্তম ভগবান (নারায়ণ); **অহো**—আহ; **দেব**—হে প্রিয় প্রভু; **মহা-দেব**—শিব; **পাপঃ**—পাপী; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **স্বেন**—তার নিজ; **পাপ্মনা**—পাপ দ্বারা; **হতঃ**—হত হয়েছে; **কঃ**—কোন; **নু**—বস্তুত; **মহৎসু**—মহাত্মার প্রতি; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **জন্তুঃ**—জীব; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **কৃত**—করে; **কিল্বিষঃ**—অপরাধ; **ক্ষেমী**—কল্যাণ; **স্যাৎ**—হতে পারে; **কিম্ উ**—অধিকন্তু আর কি কথা; **বিশ্ব**—জগতের; **ঈশে**—ভগবানের (আপনার) বিরুদ্ধে; **কৃত-আগস্কঃ**—অপরাধ করার পর; **জগৎ**—জগতের; **গুরৌ**—পারমার্থিক গুরুদেব।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান অতঃপর সঙ্কটমুক্ত দেবাদিদেব গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন—"হে মহাদেব, আমার প্রভু, কিভাবে এই দুষ্ট লোকটি তার আপন পাপ কর্মের দ্বারা নিহত হয়েছে তা দর্শন করুন। প্রকৃতপক্ষে, কোন জীব তার সৌভাগ্যের আশা করতে পারে যদি সে কোন মহাত্মার প্রতি অপরাধ করে? জগদগুরু ভগবানের প্রতি অপরাধের আর কি কথা?"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে ভগবান বিষ্ণুর এই বক্তব্যটি পরোক্ষভাবে মৃদু ভর্ৎসনা স্বরূপ,—"হে অসীম দৃষ্টির অধিকারী, হে স্বচ্ছ-বুদ্ধিসম্পন্ন, এইভাবে দুর্মতি অসুরদের বর প্রদান করা উচিত নয়। আপনি নিহতও হতে পারতেন! কিন্তু আপনি কেবলমাত্র এই আর্ত আত্মাকে রক্ষা করার বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন, তাই আপনি ফলস্বরূপ আপনার কি ঘটতে পারত সেই বিষয়টিকে অবজ্ঞা করেছিলেন।" এইভাবে আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, ভগবান নারায়ণের মৃদু ভর্ৎসনাও দেবাদিদেব শিবের অসাধারণ করুণাকেই প্রকাশ করছে।

শ্লোক ৪০

য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ
পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ ।

গিরিত্রমোক্ষং কথয়েৎ শৃণোতি বা
বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ ॥ ৪০ ॥

যঃ—যিনি; **এবম্**—এইভাবে; **অব্যাকৃত**—অচিন্তনীয়; **শক্তি**—শক্তিসমূহের; **উদন্বতঃ**—সাগরের; **পরস্য**—পরম পুরুষ; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং প্রকাশ; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **হরেঃ**—ভগবান হরি; **গিরিত্র**—দেবাদিদেব শিবের; **মোক্ষম্**—রক্ষা করা; **কথয়েৎ**—কীর্তন করেন; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **বা**—বা; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন; **সংসৃতিভিঃ**—পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু থেকে; **তথা**—এবং; **অরিভিঃ**—শত্রুদের থেকে।

অনুবাদ

ভগবান হরি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও অচিন্তনীয় শক্তিসমূহের অনন্ত সাগর স্বরূপ। যিনি শিবকে রক্ষা করার তাঁর এই লীলা শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন তিনি সকল শত্রু ও জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই অধ্যায়টি এই উক্তি দ্বারা শেষ করেছেন—

ভক্তসঙ্কটমালোক্য কৃপাপূর্ণহৃদম্বুজঃ ।
গিরিত্রং চিত্রবাক্যাৎ তু মোক্ষ্যাং আস কেশবঃ ॥

"যখন ভগবান কেশব তাঁর ভক্তকে সঙ্কটের সম্মুখীন দর্শন করেন, তাঁর হৃদয়পদ্ম করুণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে তিনি শিবকে তাঁর নিজ অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যের ফল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন' নামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।